দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ: 21 NOV 2015
পৃষ্ঠা: ২০ কলাম: ৫

মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় ও বার্ন ইনস্টিটিউট স্থাপনে সহযোগিতা দেবে চীন

নাসিমের সঙ্গে উপ-মন্ত্রীর বৈঠক

■ বিশেষ প্রতিনিধি

বাংলাদেশে মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় ও বার্ন ইনস্টিটিউট স্থাপনে সহযোগিতা দেবে চীন। গতকাল শুক্রবার প্যান প্যাসিফিক হোটেল সোনারগাঁওয়ে পিপিডি'র কর্মসূচি চলাকালে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিমের সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় বৈঠকে এ কথা জানিয়েছেন চীনের উপ-স্বাস্থ্যমন্ত্রী ওয়াং পেইঅ্যান। বৈঠকশেষে এক ব্রিফিংয়ে স্বাস্থ্যমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম এ তথ্য জানান।

তিনি বলেন, আমরা স্বাস্থ্যখাতে চীনের সহযোগিতা বাড়াতে চাই। সেই লক্ষ্যে নতুন দুটি মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় ও আন্তর্জাতিকমানের বার্ন ইনস্টিটিউট স্থাপনে সহযোগিতা চাওয়া হয়েছে। চীনের উপ-মন্ত্রী উভয় ক্ষেত্রেই সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছেন।

মোহাম্মদ নাসিম বলেন, বাংলাদেশের বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থী চীনে মেডিক্যাল শিক্ষা গ্রহণ এবং অনেক চিকিৎসক প্রশিক্ষণের জন্য চীনে যায়। এক্ষেত্রে বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের চীন সরকারের পক্ষ থেকে স্কলারশিপ দেয়ার বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। তিনি পৃষ্ঠা ২ কলাম ১

মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়

২০ পৃষ্ঠার পর

আরো বলেন, পিপিডির ভবন নির্মাণের জন্য বাংলাদেশ সরকার রাজধানীর আগারগাঁওয়ে জায়গা বরাদ্দ দিয়েছে। চীন সেখানে ১২ কোটি ডলার সহযোগিতা দেবে। বাংলাদেশ ৫০ হাজার ডলার সে খাতে বিনিয়োগ করবে।

মোহাম্মদ নাসিম চীনকে বাংলাদেশের ঘনিষ্ঠ বন্ধুপ্রতিম দেশ হিসেবে অভিহিত করে বলেন, বাংলাদেশের যোগাযোগ খাতসহ বিভিন্ন খাতে চীন যে সহায়তা নিয়ে এগিয়ে এসেছে তা আমাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ব্যাপক ইতিবাচক প্রভাব রাখছে।

ওষুধ শিল্পের বিষয়ে তিনি বলেন, বাংলাদেশের ওষুধ শিল্পের বর্তমান পরিস্থিতি চীনা প্রতিনিধির কাছে তুলে ধরা হয়েছে। বলা হয়েছে, বাংলাদেশ বিশ্বের ১০৩টি দেশে ওষুধ রপ্তানি করছে। চীনেও যাতে অবাধ বাণিজ্যের সুবিধা পাওয়া যায় সেটাও প্রস্তাব করা হয়েছে। সেই সঙ্গে ওষুধ উৎপাদনে দুইদেশের প্রযুক্তির বিনিময় ও সহযোগিতার ব্যাপারটি বলা হয়েছে। সেক্ষেত্রে ওই দেশের সরকার আন্তরিক বলে জানান চীনা উপ-মন্ত্রী।

ভারতের স্বাস্থ্যমন্ত্রী জয় প্রকাশ নাড্ডার সঙ্গে বৈঠক

এদিকে, বিকাল সাড়ে ৫টায় ভারতের স্বাস্থ্যমন্ত্রী জয় প্রকাশ নাড্ডার সঙ্গে আরেকটি দ্বিপক্ষীয় আলোচনায় বসেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম। এ সময় বাংলাদেশের স্বাস্থ্যখাতের উন্নয়নে এবং ঐতিহ্যগত ওষুধ নিয়ে আলোচনা করা হয়। বৈঠক শেষে স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন, ভারতের সাথে দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছেছে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বাংলাদেশ সফরের সময় এদেশের স্বাস্থ্য খাতে ঋণ প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। বাংলাদেশের দুটি আন্তর্জাতিক মানের ৪টি মেডিক্যাল কলেজ করার জন্য সেই ঋণ থেকে একটি অংশ চাওয়া হয়েছে। যার পরিমাণ আনুমানিক ২৫০ থেকে ৩০০ মিলিয়ন ডলার। এছাড়া বাংলাদেশের চিকিৎসক ও নার্সিং পেশায় উচ্চতর প্রশিক্ষণের জন্য সহায়তা চাওয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে ভারত ইতিবাচক মনোভাব ব্যক্ত করেছে।

এছাড়া আগামী জানুয়ারির দ্বিতীয় সপ্তাহে ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে স্বাস্থ্য খাতে সহযোগিতা বৃদ্ধির জন্য যৌথ কার্যকমিটির প্রথম সভা আয়োজনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে বলে জানিয়েছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম। বৈঠক দুটিতে অন্যান্যের মধ্যে বাংলাদেশের স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী জাহিদ মালেক, স্বাস্থ্য সচিব সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম, স্বাস্থ্য অধিদফতরের মহাপরিচালক অধ্যাপক ডা. দীন মো. নূরুল হক, পরিবার পরিকল্পনা অধিদফতরের মহাপরিচালক মো. নূর হোসেন তালুকদার প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।